



নেই। আর তাহাদের মধ্যে যাহারা বলে, হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে দুনিয়াতে কল্যাণ দান করুন ও আখিরাতে কল্যাণ দান করুন এবং আমাদেরকে জাহান্নামের (অগ্নি) শাস্তি হতে রক্ষা করুন”।

(সূরা বাক্বারঃ ২০০-২০১)

১১, ১২ ও ১৩ জিলহজ্জঃ

এই দিনগুলোকে বলা হয় আয়ামে তাশরীক বা তাশরীকের দিন। রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন “তাশরীকের দিনগুলো হচ্ছে পানাহার ও আল্লাহর যিকিরের জন্য”। (মুসলিম শরীফ)

আল্লাহ সুবহানাহ ওয়া তা’আলা বলেন, “তোমরা নির্দিষ্ট সংখ্যক দিনগুলিতে আল্লাহকে স্মরণ করিবে; অতপর, কেউ যদি দু’দিনের মধ্যে (মক্কায় ফিরে যেতে) তাড়াতাড়ি করে তবে তার জন্যে কোন পাপ নেই, আর কেহ যদি বিলম্ব করে তবে তার জন্যে কোন পাপ নেই। ইহা তাহার জন্য যে তাকওয়া অবলম্বন করে”। (সূরা বাক্বারঃ ২০৩)

মিনায় রাত্রি যাপন ও সকল নামাজ জামাআতের সাথে কছুর করে আদায় করবেন। নামাজের পর যতবেশী সম্ভব তাকবীর ধ্বনি এবং মহান আল্লাহর যিকির মশগুল থাকবেন। এই ৩ দিন প্রতিদিন সূর্য পশ্চিমাকাশে চলে গেলে প্রথমে জামারায় সুগরা (ছোট জামারা) তারপর জামারায় উসতা (মধ্যম জামারা) এবং সবশেষে জামারায় আকাবা (বড় জামারা) কে ৭টি করে মোট ২১টি কংকর নিক্ষেপ করতে হবে সূর্যাস্ত পর্যন্ত। এটি একটি দো’আ কবুলের জায়গা। ছোট ও মধ্যম জামারায় পাথর নিক্ষেপ করার পর দো’আ করা সুন্নাত। কুবলামুখী হয়ে হাত তুলে দো’আ করবেন। আর বড় জামারায় পাথর মেরে সরাসরি আপনার গন্তব্য চলে আসবেন। ১২ জিলহজ্জ কংকর নিক্ষেপ আদায় করে কোন হাজী মিনা তাগ করত চাইলে, করতে পারবেন। তাহলে সূর্যাস্তের পূর্বেই মিনার সীমানা ত্যাগ করতে হবে।

তাওয়াফে বিদা (বিদায়ী তাওয়াফ)ঃ

হজ্জ শেষ করে বাড়ীতে ফিরার পূর্বে কিংবা মসজিদে নববী যিয়ারতের উদ্দেশ্যে মদিনায় অমনের পূর্বে তাওয়াফে বিদা অর্থাৎ বিদায়ী তাওয়াফ করা হজ্জের শেষ তাওয়াফ। এই তাওয়াফে রমল ও ইজতেবা এবং পরে সাঈদ করতে হবে না। বিদায়ী তাওয়াফ হবে মক্কার সর্বশেষ কাজ। মাকামে ইব্বাহীমে ২ রাকাত নামাজ পড়ে মুলতাজিমের সামনে দাড়িয়ে আন্তরিক ভাবে দো’আ করুন। হজ্জ আদায়ের তৌফিক দানের জন্য আল্লাহর কাছে শোকরিয়া আদায় করুন।

Feedback:

Qur'an Teaching Research & Training Centre.
mcsystembd@gmail.com

ঘ. এক সাথে ৭টি কংকর নিক্ষেপ করা যাবে না।

ঙ. কংকর নিক্ষেপ করা ওয়াজিব। না করলে দম্ব দিতে হবে।

চ. কংকর নিক্ষেপ শেষ হওয়ার পর তাকবীর বলা আরম্ভ করতে হবে। (আল্লাহ আকবর, আল্লাহ আকবর, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবর, আল্লাহ আকবর ওয়া লিল্লাহিল হামদ)।

২. হাদী (পশু কুরবানী করা)ঃ কিরান ও তামাত্ত হজ্জকারীদের জন্য কুরবানী করা ওয়াজিব। উত্তম হল মাথা মুভানোর পূর্বে কুরবানী করা। কুরবানীর সময় ১০ জিলহজ্জ কংকর নিক্ষেপ করার পর থেকে ১২ জিলহজ্জ সূর্যাস্ত পর্যন্ত। কুরবানী যদি আপনার হজ্জ প্যাকেজে থেকে থাকে, তাহলে আপনি সশরীরে উপস্থিত থেকে বা আপনার গাইড/মোয়াজ্জেম হতে নিশ্চিত হতে হবে যে, আপনার পক্ষ হতে দেয়া কুরবানী সম্পন্ন হয়েছে। আর যদি প্যাকেজে না থাকে, তাহলে পূর্বেই ব্যাংকে টাকা জমা দিতে হবে। বয়স্ক কিংবা শারীরিকভাবে দুর্বল হাজীদের জন্য উপদেশ হলো সশরীরে কুরবানী করতে না যাওয়া। মিনায় প্রচন্ড ট্রাফিক পার হয়ে আপনাকে কুরবানীর মাঠে পৌঁছাতে হবে। আপনার অসুস্থ হয়ে পড়ার সম্ভাবনা থাকতে পারে।

৩. হলক (মাথা মুভানো)ঃ কুরবানীর পর ৪র্থ ওয়াজিব হল মাথা মুভানো অথবা চুল কাটা। মাথা মুভানোই উত্তম। মেয়েরা এক ইঞ্চি বা আঙ্গুলের এক গিরা বা ততোধিক পরিমাণ চুল কাটাবেন। মাথা মুভানোর পর ইহরাম হতে আপনি হালাল হয়ে যাবেন। এই হালালকে তাহাল্লুল আউওয়াল (প্রথম হালাল) বলে। এর ফলে ইহরাম থাকা অবস্থায় আপনার জন্য যা কিছু হারাম ছিল এখন সব হালাল হয়ে গেল, একমাত্র স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক স্থাপন ছাড়া। তাওয়াফে যিয়ারত/হিফাদা না করা পর্যন্ত ইহা নিষিদ্ধ।

(বিঃদ্রঃ আপনি হালাল না হওয়া পর্যন্ত আপনার নিজের বা অন্য সহযাত্রী

হাজীদের চুল কেটে দিবেন না)।

৪. তাওয়াফে ইফাদাঃ ১০ জিলহজ্জের ৪র্থ কাজ হলো তাওয়াফে ইফাদা। এটিই হজ্জের শেষ এবং ৩য় ফরজ। এটা আদায় না করলে হজ্জ হবেনা, এর কোন বিকল্প নেই। কোন কারণে ১০ জিলহজ্জ করতে না পারলে ১১ বা ১২ জিলহজ্জ সূর্যাস্তের মধ্যে এ তাওয়াফ সম্পন্ন করতে হবে। এরপর সাঈদ করবেন। তাওয়াফ ও সাঈদ শেষ করে রাত্রি যাপনের জন্য আবার মিনায় ফেরত আসবেন। আল্লাহ বলেন, “অতপর, যখন তোমরা হজ্জের অন্তর্ধান সমাপ্ত করিবে তখন আল্লাহকে এমনভাবে স্মরণ করিবে যেমন তোমরা তোমাদের পিতৃপুরুষগণকে স্মরণ করিতে, অথবা তদপেক্ষা বেশী স্মরণ কর; মানুষের মধ্যে যারা বলে হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে ইহকালেই দান করুন, বস্তুত তাদের জন্য পরকালে কোন অংশ

হজ্জের দিন গুলো

৮ জিলহজ্জ হতে ১৩ জিলহজ্জ

তালবিয়া

لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ
إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكُ لَا شَرِيكَ لَكَ

লাকাইকা আল্লাহুমা লাকাইক;

লাকাইকা লা-শারী-কা লাকা লাকাইক,

ইন্নাল হামদা, ওয়ান নি’অমাতা

লাকা ওয়াল মুলক

লা-শারী-কা লাক।

(আমি হাজির, হে আল্লাহ! আমি হাজির;

আমি হাজির, আপনার কোন শরীক নেই-

আমি হাজির,

নিশ্চয়ই সকল প্রশংসা ও নেয়ামত আপনারই,

সমগ্র রাজত্বও আপনার;

আপনার কোন শরীক নেই)।

হজ্জের দিন গুলো

৮. জিলহজ্জঃ

তামাস্ত হজ্জ পালনকারী হাজীদের জন্য মক্কায় হারাম এলাকার নিজ নিজ অবস্থান থেকেই ইহরাম করতে হবে। ইহরামের পূর্বে শারীরিক পরিচ্ছন্নতা অর্জন করতে হবে (গৌফ ছাটা, হাত ও পায়ের নখ কাটা, নাতিমূল, বগলের লোম পরিষ্কার করা ইত্যাদি)। ইহরাম করার পূর্বে পুরুষ ও মহিলা সবার জন্যই গোশল করা সূন্যাত। অশুবিধা থাকলে ওজু করতে হবে। গোশলের পর পুরুষদের সেলাই বিহীন কাপড় পরিধান করতে হবে। পুরুষদের জন্য নাতি থেকে হাটু পর্যন্ত ঢেকে রাখা ফরজ। আর একশালা চাদর গায়ের জড়িয়ে দুই কাঁধ ও পিঠ ঢেকে রাখতে হবে। মহিলাগণ যেন কোন ধরনের পবিত্র এবং যথাপযুক্ত পোষাকে ইহরাম করবেন।

ক. হজ্জের নিয়তের সময় বলুন **لَبَّيْكَ اللَّهُ حَجًّا** “লাকাইকা আল্লাহুয়া হাজ্জান” (হে আল্লাহ! আমি হাজির হজ্জ করার জন্য)। অথবা এভাবে বলুন, ‘হে আল্লাহ! আমি হজ্জ পালন করার নিয়ত করছি। আপনি তা আমার জন্য সহজ করে দিন এবং আমার পক্ষ হতে কবুল করুন।’ এবার তালবিয়া পড়ুন। পুরুষরা উচ্চস্বরে এবং মহিলারা স্তম্ভস্বরে পড়ুন যেন আপনার পাশের মহিলা শুনতে পায়। তালবিয়া শেষে দরদ পড়ুন এবং দো‘আ করুন। এ তালবিয়া পাঠ চলু থাকবে ১০ জিলহজ্জ জামারা আকাবায় (বড় জামারা) কংকর নিক্ষেপের পূর্ব পর্যন্ত।

খ. আজ ফজর নামাজ শেষে তালবিয়া পাঠসহ সকল হাজী মিনার উদ্দেশ্যে রওয়ানা করবেন। মিনা-আরাফা-মুজদলিফায় অবস্থানের জন্য আনুষঙ্গিক সবকিছু একটি ছোট ব্যাগে নিন (ব্যাক-প্যাক নিনে হজ্জের দিনগুলোতে হাটা সহজ হবে)।

গ. মিনায় পৌঁছে মোহর, আসর, মাগরিব, এশা এবং ফজর (৬ জিলহজ্জ) এই ৫ ওয়াক্ত নামাজ জামাআতের সাথে কছর করে আদায় করবেন। আজ মিনায় রাত্রি যাপন করা সূন্যাত।

ঘ. মিনা অত্যন্ত মোবারকময়, তাগের মহিমায় উজ্জীবিত এবং একটি ঐতিহাসিক স্থান। রাসূল (সোঃ) থেকে বর্ণিত সকল-সন্ধ্যার যিকর ও বিভিন্ন দো‘আয় মশগুল থাকবেন। আল্লাহ সুবহানুত্ত ওয়া তা‘য়ালা আপনাকে এই পর্যন্ত পৌঁছিয়েছেন এর শুকরিয়া যাক্ক করবেন। এখানে সবকিছুই ঐশ্বর্যের সাথে গ্রহন করবেন। তারুতে প্যাটিশাল ঝুলিয়ে মহিলা হাজীদের থাকার বন্দোবস্ত করবেন। সঙ্গী হাজীকে সকল কাজে সহযোগিতা করবেন। আপনার পাশেই মেডিকেল ক্যাম্প আছে। প্রয়োজনে বয়স্ক/অসুস্থ হাজীকে ডাক্তার দেখাবার বন্দোবস্ত করবেন। সুযোগ হলে মিনার ‘মসজিদে খউফ’ এ নামাজ আদায় করবেন।

৯. জিলহজ্জঃ

ক. আজ আরাফা দিবস। আরাফাত ময়দানে অবস্থান করা হজ্জের ২য় ফরজ। মিনা হতে ফজর নামাজ শেষে সুহৌদদের পর তালবিয়া পাঠসহ আরাফাত ময়দানের উদ্দেশ্যে যাত্রা করবেন। সূর্য পশ্চিম দিকে হোলে যাওয়ার পর মসজিদে নামিরা‘য় হজ্জের খুশ্বা পেশ হবে। খুশ্বা শেষ হলে জামাআতের সাথে এক আয়ানে এবং পৃথক পৃথক ইকামাতে কছর করে প্রথমে যোহরের ২ রাকাত এবং পরপরই আসরের ২ রাকাত নামাজ আদায় করবেন। এর আগে পরে কোন নামাজ নেই। আপনি আরাফাত সীমানার ভিতর প্রবেশ করেছেন এ ব্যাপারে অবশ্যই নিশ্চিত হবেন। সূর্য পশ্চিম দিকে হেলার পর হতে সূর্যাস্ত পর্যন্ত আরাফাত ময়দানে অবস্থান করতে হবে, আল্লাহর সমীপে বিন্দ্র ও বিনয়ী ভাবে।

খ. আরাফার এই বিশাল ময়দানে বিশ্বদাবী সন্তানরাহ আল্লাহি ওয়াসন্তানাম বিদায় হজ্জের ঐতিহাসিক ভাষণ প্রদান করেছিলেন। আরাফা ময়দান দো‘আ কবুলের বিশেষ স্থান। কিবলামুখী হয়ে দাড়িয়ে দুই হাত উচু করে বিনয় ও নম্রতার সাথে মহান আল্লাহর দরবারে কায়মনো বাক্যে বিভিন্ন দো‘আ, তাসবীহ-তাহলীল, জিকির-তালবিয়া আদায়ে সূর্যাস্ত পর্যন্ত মগ্ন থাকবেন। রাসূল সন্তানরাহ আল্লাহি ওয়াসন্তানামের জন্য দরদ ও সালাম পেশ করবেন। জীবনে আর কখনো এমন মোবারকময় মুহূর্ত নাও আসতে পারে! পিতা-মাতা, ভাই-বোন, সন্তান-সন্ততি, স্বামী-স্ত্রী, পরিবার-পরিজন, আত্মীয়-সহকর্মী, পাড়া-প্রতিবেশী, বন্ধু-বান্ধব সহ মুসলিম উম্মাহর জন্য দো‘আ করবেন। আরাফা ময়দানে পড়ার সর্বোত্তম দো‘আ হল, যা রাসূল সন্তানরাহ আল্লাহি ওয়াসন্তানাম পাড়ছেন এবং তাঁর পূর্বের সকল নবীগণও পাড়ছেনঃ “লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদহু লাহু-শরীকানাহু লাহুলাহু মুলকু ওয়ালাহু হামদু, ইয়ুহয়ী ওয়া ইয়ুমীত, ওয়াহুয়া ‘আলা কুল্লি শাহিদীন কুদীর”। (তিলময়ী)

‘রুকনাত আতিনা ফিসুনিয়া হাসানাতাও ওয়া ফিল আখিরাতে হাসানাতাও ওয়া কিনা আযাবান্নার’ (সূরা বাক্বারঃ ২০১)।

গ. মুজদলিফার পথেঃ সূর্যাস্তের পর আরাফা থেকে মাগরিবের নামাজ আদায় না করেই দ্বীরা-স্থির এবং ঐশ্বর্য সহকারে তালবিয়া ও তাসবীহ পাঠ করতে করতে মুজদলিফার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হতে হবে।

ঘ. মুজদলিফায় অবস্থানঃ মুজদলিফায় পৌঁছে মাগরিব ও এশার নামাজ, এক আয়ানে ও দুই ইকামাতে জামাআতের সাথে আদায় করবেন। এশার নামাজ কছর করবেন। বিতর নামাজ পড়বেন এবং বেশী বেশী দো‘আ করে, রাতের খাওয়া খেয়ে ফুমায়েন। যারা দুর্বল, মহিলা এবং ওষর আছে তাদের মধ্যরাতের পর মিনায় চলে যাওয়া জায়েয আছে। মুজদলিফার সীমানার যে কোন স্থানে রাত্রে অবস্থান করা ওয়াজিব। আল্লাহ বলেন, ‘যখন তোমরা আরাফাত হতে প্রত্যাবর্তন করিবে তখন

মাশআকল হারামের নিকট পৌঁছিয়া আল্লাহকে স্মরণ করিবে এবং তিনি যেভাবে নির্দেশ দিয়েছেন ঠিক সেভাবে তাঁহাকে স্মরণ করিবে। যদিও ইতিপূর্বে তোমরা বিভ্রান্তদের অন্তর্ভুক্ত ছিলে’। (সূরা বাক্বারঃ ১৯৮)

ঙ. ছোট ছোট মটর দানা বা খেজুরের বিচির সাইজের ৭০টি কংকর হতে সংগ্রহ করবেন (মিনা যাওয়ার পথে বা মিনা হতেও সংগ্রহ করা যাবে)।

চ. ফজর নামাজের পর কিবলামুখী হয়ে রাসূল সন্তানরাহ আল্লাহি ওয়াসন্তানামের অনুকরনে দু’হাত উর্কে তুলে অধিক মাত্রায় আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্বের ঘোষণা, আল্লাহর প্রশংসা, যিকির, তাসবীহ পাঠ করবেন, আল্লাহর কাছে দো‘আ করবেন। সূর্য উঠার পূর্বেই দ্বীরা স্থিরতার সাথে তালবিয়া পাঠসহ মিনার উদ্দেশ্যে রওনা হবেন।

(বিঃদ্রঃ ৯ জিলহজ্জ সূর্যাস্ত সন্ধ্যা ৬:১৮ এবং ১০ জিলহজ্জ সূর্যোদয় সকাল ৬:১০)

১০ জিলহজ্জঃ

১০ জিলহজ্জের ৪টি কাজ ধারাবাহিক ভাবে সম্পন্ন করা উত্তমঃ

১. রমীঃ মুজদলিফা থেকে মিনায় আসার পর দুপুরের পূর্বেই জামারায় আকাবায় (বড় জামারায়) ৭টি কংকর নিক্ষেপ করতে হবে।
২. হাদীঃ পশু কুরবানী করতে হবে (তামাস্ত ও কিরান হাজীদের জন্য)।
৩. হুলকঃ মাথা মুড়ন করা অথবা চুল কাটতে হবে।
৪. তাওয়াফে ইফাদাঃ মক্কায় পৌঁছে ক্বালা তাওয়াফ (হজ্জের শেষ ফরজ) করবেন। ১০ জিলহজ্জ সম্ভব না হলে ১১ কিংবা ১২ জিলহজ্জ সূর্যাস্তের পূর্বে অবশ্যই এ তাওয়াফ সম্পন্ন করতে হবে। এই তাওয়াফের সাথে সাঈ‘ও করতে হবে।

১. রমী (কংকর নিক্ষেপ) এর শর্ত ও নিয়মঃ

ক. শাহাদাৎ ও বৃদ্ধাঙ্গুল ধারা কংকর ধরে আজ শুধুমাত্র জামারা আকাবায় (বড় জামারায়) কংকর নিক্ষেপ করবেন। সুহৌদদের পর হতে সূর্য হোলে যাওয়ার পূর্ব পর্যন্ত মুক্তাহার। সূর্য হোলে যাওয়ার পর হতে সূর্যাস্ত পর্যন্ত জায়েজ আছে। সূর্য অস্ত যাওয়ার পর হতে পরদিন সূর্যোদয় পর্যন্ত মাকরুহ। এই হুকুম শুধুমাত্র পুরুষ ও সুস্থ সবল লোকদের জন্য। শারীরিক সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও বদলী কোন হাজীকে দিয়ে কংকর নিক্ষেপ করানো এ ওয়াজিব আদায় হবে না। বেশী ভীড় হলে মেয়েদের রাত্রে কংকর নিক্ষেপ করা উত্তম। কিন্তু ভীড়ের ভয়ে মেয়েদের কংকর নিক্ষেপের বদলী হবে না।

খ. প্রথম কংকর নিক্ষেপের পূর্বেই তালবিয়া বদ্ব করতে হবে।

গ. কংকর নিক্ষেপের সময় বলতে হবে ‘বিসমিল্লাহি আল্লাহু আকবর’।